শহরতলীর ধরন বিশ্লেষণ : উত্তরখান এলাকার উপর একটি ভৌগোলিক সমীক্ষা

*শাহীনা আক্তার**

সার-সংক্ষেপ ঃ বাংলাদেশের ২০১১ সালে নগর জনসংখ্যা হচ্ছে মোট জনসংখ্যার ২৮.৪ শতাংশ। বাংলাদেশের মোট নগর জনসংখ্যা কম হলেও প্রায় ৫৫ শতাংশ নগর জনসংখ্যা বাংলাদেশের ৬টি বড় বড় বিভাগীয় শহরে বাস করে, তন্মধ্যে ঢাকাতেই শতকরা ৩৮ শতাংশ নগর জনসংখ্যা বাস করে। বর্তমান প্রেক্ষিতে ঢাকা শহর সংলগ্ন শহরতলীসমূহের ভৌত, অবকাঠামোগত, আর্থ-সামাজিক, পরিবেশগত ও নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে পারলে প্রধান নগরের উপর জনসংখ্যার চাপ কমবে। এছাড়াও, নগর উন্নয়নের জন্য শহরতলী এলাকার ধরন (Pattern) বিশ্লেষণ ও গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসাবে বলা যায় শহরতলী সংলগ্ন এলাকা উত্তরা এবং শহরতলী উত্তরখানের শিক্ষার হার যথাক্রমে ৮০.২ শতাংশ এবং ৬৮.৮ শতাংশ। কারণ উত্তরখান উত্তরা সংলগ্ন হওয়ায় শিক্ষাসেবাসমূহ উত্তরা থেকে গ্রহণ করছে। উক্ত গবেষণায় শহরতলী এলাকার ধরন বিশ্লেষণে উত্তরখান এলাকার ভৌত, অর্থনৈতিক, জনমিতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় উভয় পর্যায়ের সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত GIS এবং SPSS 11.5 এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে উত্তরখান এলাকার ধরন নিরূপণের পাশাপাশি এর সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ মালা প্রদান করা হয়েছে।

ভূমিকা ঃ শহরতলী হচ্ছে শহর বা নগর সংলগ্ন বা অব্যবহিত বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত মুক্ত বলয় বা এলাকা। এটি এমন একটি এলাকা যা ঐ এলাকা সংলগ্ন নগরীর উপর অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে নির্ভরশীল কিন্তু ভৌগোলিকভাবে নির্ভরশীল নয় বরং স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। উত্তরখানও তেমনি নিজস্ব সীমারেখা সম্বলিত না গ্রাম না নগর বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এলাকা। বিভিন্ন সেবামূলক কাজের জন্য উত্তরখান তার সংলগ্ন এলাকার উপর নির্ভরশীল। এছাড়া, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কর্মজীবি মানুষদের অধিকাংশই উত্তরখান সংলগ্ন এলাকা উত্তরা এবং কেন্দ্রীয় নগরে যাতায়াত করে। ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধাসমূহ সংলগ্ন শহর থেকে গ্রহণ করছে। অপরদিকে সংলগ্ন শহরও (উত্তরা) তার প্রভাব বলয় থেকে তার প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করছে। শহর এবং শহরতলীর পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে উভয় এলাকার উন্নয়ন এবং গতিশীলতা। তাই শহরতলীর ধরন বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শহরতলীর ধরন বিশ্লেষণে ভৌত, অর্থনৈতিক, জনমিতিক এবং পরিবেশগত সুবিধাসমূহকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। শহরতলীর ধরন বা Pattern নিরূপণ করার মাধ্যমে বিদ্যমান সমস্যাদি চিহ্নিত করে তার সমাধানের মাধ্যমে শহর এবং শহরতলী, উভয় এলাকাই উপকৃত হবে। এছাড়াও, শহরতলী এলাকার ধরন বিশ্লেষণ ভবিষ্যৎ নগর পরিকল্পনায় সহায়ক হবে।

শহরতলীর ধারণা ঃ শহরতলী বা Suburb শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Suburbium থেকে। এখানে 'Sub' অর্থ নীচে এবং urbs অর্থ City বা নগর। প্রাচীন রোমে বিত্তবানরা নগরের উচুতে (Hills of City) বাস করত এবং গরীব লোকজন নীচের অংশে অর্থাৎ 'Under the City' তে বাস করতো। সেখান থেকে Subrub শব্দটি এসেছে। ১৩৮০ সালে John Wycliffe সর্বপ্রথম Suburb শব্দটি ব্যবহার করেন।

---

*Assistant Professor, Department of Geography, Bangladesh Open University, Dhaka, Bangladesh.

সাধারণভাবে শহরতলী হচ্ছে, নগর গ্রাম প্রান্তিক এলাকার (Rural Urban Fringe Area) একটি অংশ। শহরতলীর সংজ্ঞা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

- **Suburb:** An area or town located at the edge of an urban city. A Suburb is contained either just within or just outside of the city boundaries. It is usually primarily a residential area and is often dependent upon the nearby city for employment, opportunities and other benefits (Business dictionary).

কাজী মারুফা, তাঁর নগর ভূগোল ও নগর পরিকল্পনা বইতে শহরতলীর নিম্নোক্ত সংজ্ঞাসমূহ উলেখ করেছেন:

- শহরতলী হচ্ছে নগরের চারিদিকে অবস্থিত এক ধরনের ভূ-দৃশ্য যা পরিপূর্ণ গ্রামীণ কিংবা পরিপূর্ণ শহুরে বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত নয় (না গ্রাম না শহর); কিন্তু নগরের / শহরের কিছু বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত
- শহরতলী হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্থানের বহিঃপার্শ্বে, কিন্তু এর প্রভাব বলয়ের মধ্যে অবস্থিত এমন একটি অঞ্চল যেখানে নগরের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং কেন্দ্রীয় স্থানের বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়।
- শহরতলী হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্থানের প্রভাব বলয় এবং পরিবৃত্তি মন্ডল এ অবস্থিত রাজনৈতিকভাবে পৃথক কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল
- শহরতলী হচ্ছে এমন একটি পরিপূরক এলাকা যা, কৃত্রিমভাবে একটি বৃহৎ নগর জটিলতার অংশ এটি পরিপূর্ণভাবে আবাসিক এলাকার শিল্প এলাকা কিংবা বাণিজ্যিক এলাকা হতে পারে; কিন্তু
- বিশেষ ভূমি ব্যবহার কাঠামো বৈশিষ্ট্যের জন্য শহরতলীর কোন পূর্ণাঙ্গ নগর অবস্থার মত স্বতন্ত্র নয়।

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শহরতলী এলাকার (উত্তরখান) ধরন বিশ্লেষণ। এছাড়াও, অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছেঃ
১। উত্তরখানের ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ এবং মানচিত্রের মাধ্যমে তা উপস্থাপন।
২। অর্থনৈতিক, সামাজিক, জনমিতিক এবং পরিবেশগত সেবাসমূহের বিশ্লেষণপূর্বক বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রদান।

কার্যপদ্ধতিঃ গবেষণায় প্রাথমিক ও দ্বিতীয় উভয় পর্যায়ের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য ও উপাত্ত থেকে গবেষণা এলাকার সাধারণ ধারণা নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে পাইলট জরিপের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহ করে পাইলট জরিপের ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রশ্নমালা প্রণয়নের পর উত্তরখানে ১৫০টি খানায় প্রশ্নমালার মাধ্যমে জরিপ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের সংগৃহীত উপাত্ত দুইভাবে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে; যথাঃ ভৌত বৈশিষ্ট্যাবলীর উপাত্তসমূহ GIS সফটওয়্যার ব্যবহার করে মানচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে এবং আর্থ সামাজিক, জনমিতিক এবং পরিবেশগত উপাত্তসমূহ SPSS ১১.৫ এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে গ্রাফ এবং পাই ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সাধারণভাবে শহরতলী হচ্ছে, নগর গ্রাম প্রান্তিক এলাকার (Rural Urban Fringe Area) একটি অংশ। শহরতলীর সংজ্ঞা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

- **Suburb:** An area or town located at the edge of an urban city. A Suburb is contained either just within or just outside of the city boundaries. It is usually primarily a residential area and is often dependent upon the nearby city for employment, opportunities and other benefits (Business dictionary).

কাজী মারুফা, তাঁর নগর ভূগোল ও নগর পরিকল্পনা বইতে শহরতলীর নিম্নোক্ত সংজ্ঞাসমূহ উলেখ করেছেন:

- শহরতলী হচ্ছে নগরের চারিদিকে অবস্থিত এক ধরনের ভূ-দৃশ্য যা পরিপূর্ণ গ্রামীণ কিংবা পরিপূর্ণ শহুরে বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত নয় (না গ্রাম না শহর); কিন্তু নগরের / শহরের কিছু বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত
- শহরতলী হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্থানের বহিঃপার্শ্বে, কিন্তু এর প্রভাব বলয়ের মধ্যে অবস্থিত এমন একটি অঞ্চল যেখানে নগরের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং কেন্দ্রীয় স্থানের বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়।
- শহরতলী হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্থানের প্রভাব বলয় এবং পরিবৃত্তি মন্ডল এ অবস্থিত রাজনৈতিকভাবে পৃথক কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল
- শহরতলী হচ্ছে এমন একটি পরিপূরক এলাকা যা, কৃত্রিমভাবে একটি বৃহৎ নগর জটিলতার অংশ এটি পরিপূর্ণভাবে আবাসিক এলাকার শিল্প এলাকা কিংবা বাণিজ্যিক এলাকা হতে পারে; কিন্তু
- বিশেষ ভূমি ব্যবহার কাঠামো বৈশিষ্ট্যের জন্য শহরতলীর কোন পূর্ণাঙ্গ নগর অবস্থার মত স্বতন্ত্র নয়।

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শহরতলী এলাকার (উত্তরখান) ধরন বিশ্লেষণ। এছাড়াও, অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছেঃ
১। উত্তরখানের ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ এবং মানচিত্রের মাধ্যমে তা উপস্থাপন।
২। অর্থনৈতিক, সামাজিক, জনমিতিক এবং পরিবেশগত সেবাসমূহের বিশ্লেষণপূর্বক বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রদান।

কার্যপদ্ধতিঃ গবেষণায় প্রাথমিক ও দ্বিতীয় উভয় পর্যায়ের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য ও উপাত্ত থেকে গবেষণা এলাকার সাধারণ ধারণা নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে পাইলট জরিপের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহ করে পাইলট জরিপের ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রশ্নমালা প্রণয়নের পর উত্তরখানে ১৫০টি খানায় প্রশ্নমালার মাধ্যমে জরিপ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের সংগৃহীত উপাত্ত দুইভাবে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে; যথাঃ ভৌত বৈশিষ্ট্যাবলীর উপাত্তসমূহ GIS সফটওয়্যার ব্যবহার করে মানচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে এবং আর্থ সামাজিক, জনমিতিক এবং পরিবেশগত উপাত্তসমূহ SPSS ১১.৫ এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে গ্রাফ এবং পাই ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণা এলাকাঃ ভৌগলিকভাবে উত্তরখান ২৩º৫০' ও ২৩º৫৪' উত্তর দ্রাঘিমা থেকে ৯০º২৪' ও ৯০º২৮' পূর্ব অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। মানচিত্রে উত্তরখানের অবস্থান দেখানো হলো (মানচিত্র-১)। সাধারণভাবে উত্তরখান, উত্তরার ১ নং ওয়ার্ডের পাশে অবস্থিত। এর উত্তরের অংশে তুরাগ নদী এবং দক্ষিণের অংশে দক্ষিণ খান, পূর্বে বালু ও নলী নদী এবং দক্ষিণে ঢাকা চট্রগ্রাম রেললাইন। মোট এলাকা ৩২ বর্গ কিলোমিটার এবং ১৫টি মৌজা, ৩৫টি গ্রাম এবং ৯টি ওয়ার্ড রয়েছে। (ইউনিয়ন পরিষদ-২০১০)।

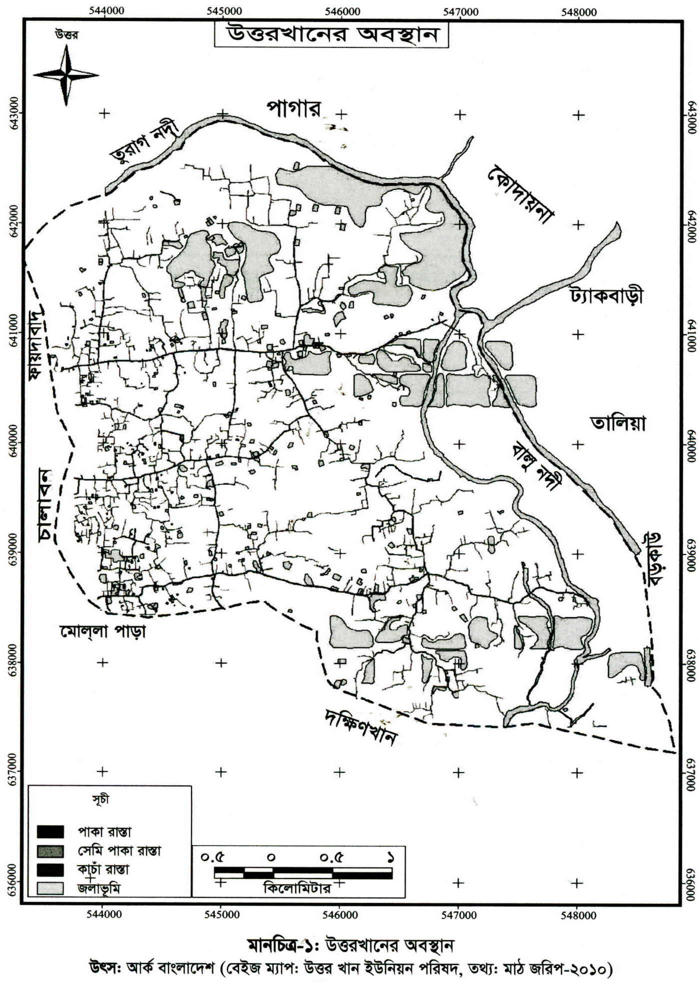

মানচিত্র-১ঃ উত্তরখানের অবস্থান
উৎসঃ আর্ক বাংলাদেশ (বেইজ ম্যাপঃ উত্তর খান ইউনিয়ন পরিষদ, তথ্যঃ মাঠ জরিপ-২০১০)

গবেষণার ফলাফল ঃ

১। ভৌত ধরন (Physical Pattern)

ভৌত দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তরখান উত্তরা সংলগ্ন এমন একটি বলয় যেখানে পরিবহন পথের বিন্যাস জালি আকৃতির। এলাকাটি আনুভূমিকভাবে বিস্তৃত। এখানকার ভূমি ব্যবহার কাঠামো মূলতঃ কৃষি ভূমি

ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট। নিম্নে উত্তরখানের প্রধান তিনটি ভৌত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো।

১.১ বসতবাটি (Household)ঃ মোট বসতবাটির সংখ্যা ৮৩০৫টি (ইউনিয়ন পরিষদ ২০১০)। তন্মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ কাঁচাবাড়ি, ৫ শতাংশ পাকা বাড়ি এবং ২০ শতাংশ আধাপাকা বাড়ি। (মাঠ জরিপ ২০১০) (আলোকচিত্র-১)। আধাপাকা এবং পাকা বাড়ির অধিকাংশই ওয়ার্ড নং ১ এবং ওয়ার্ড নং ২ এ অবস্থিত। ১নং ও ২ নং ওয়ার্ডে ৫/৬ তলা ভবন থাকলেও বাকী ওয়ার্ডগুলোর পাকা বাড়ীর মধ্যে কোনটিই ২/৩ তলার অধিক নয়। (গ্রাফ-১ঃ উত্তরখানের বিভিন্ন উচ্চতার ভবন সংখ্যা)। তন্মধ্যে আবাসন এলাকাও (Housing Area) রয়েছে। এছাড়াও, মানচিত্রে Housing Areaসহ Householdসমূহ দেখানো হলো (মানচিত্র-২)। উত্তরখানে ভূমি ব্যবহার কাঠামো মূলতঃ কৃষিভূমি ব্যবহারের সাথে সংশিষ্ট এবং আবাসিক এবং শিল্প এলাকা প্রায় বিচ্ছিন্ন কিন্তু পেশা ও সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে আবাসিক এলাকা ভিন্ন যেমন- জেলেপাড়া, হিন্দুপাড়া ইত্যাদি রয়েছে।

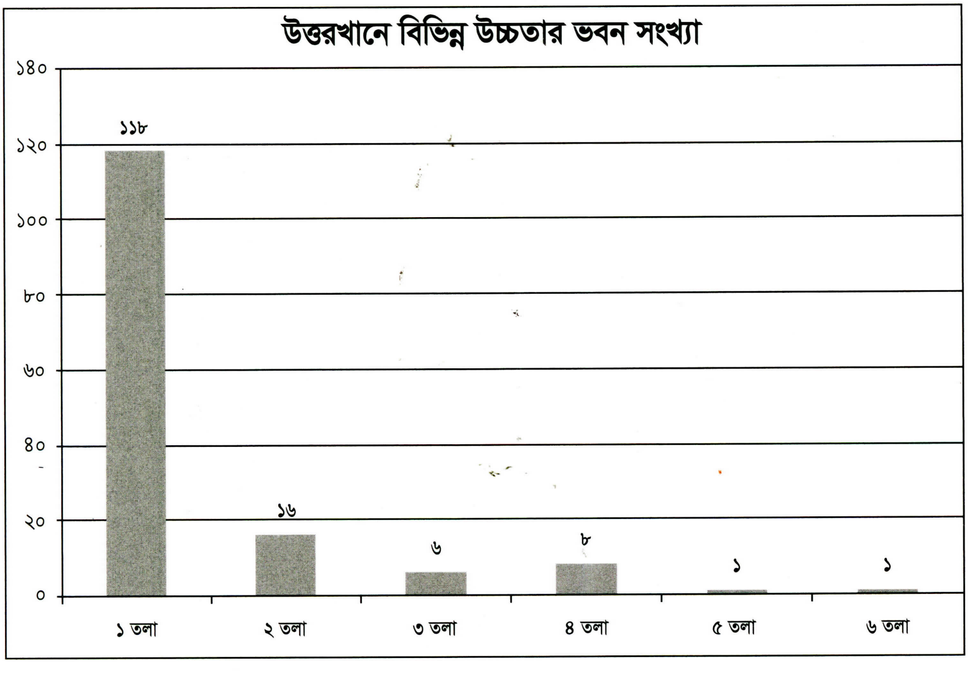

গ্রাফ-১ঃ উত্তরখানের বিভিন্ন উচ্চতার ভবন সংখ্যা
উৎসঃ মাঠ জরিপ-২০১০

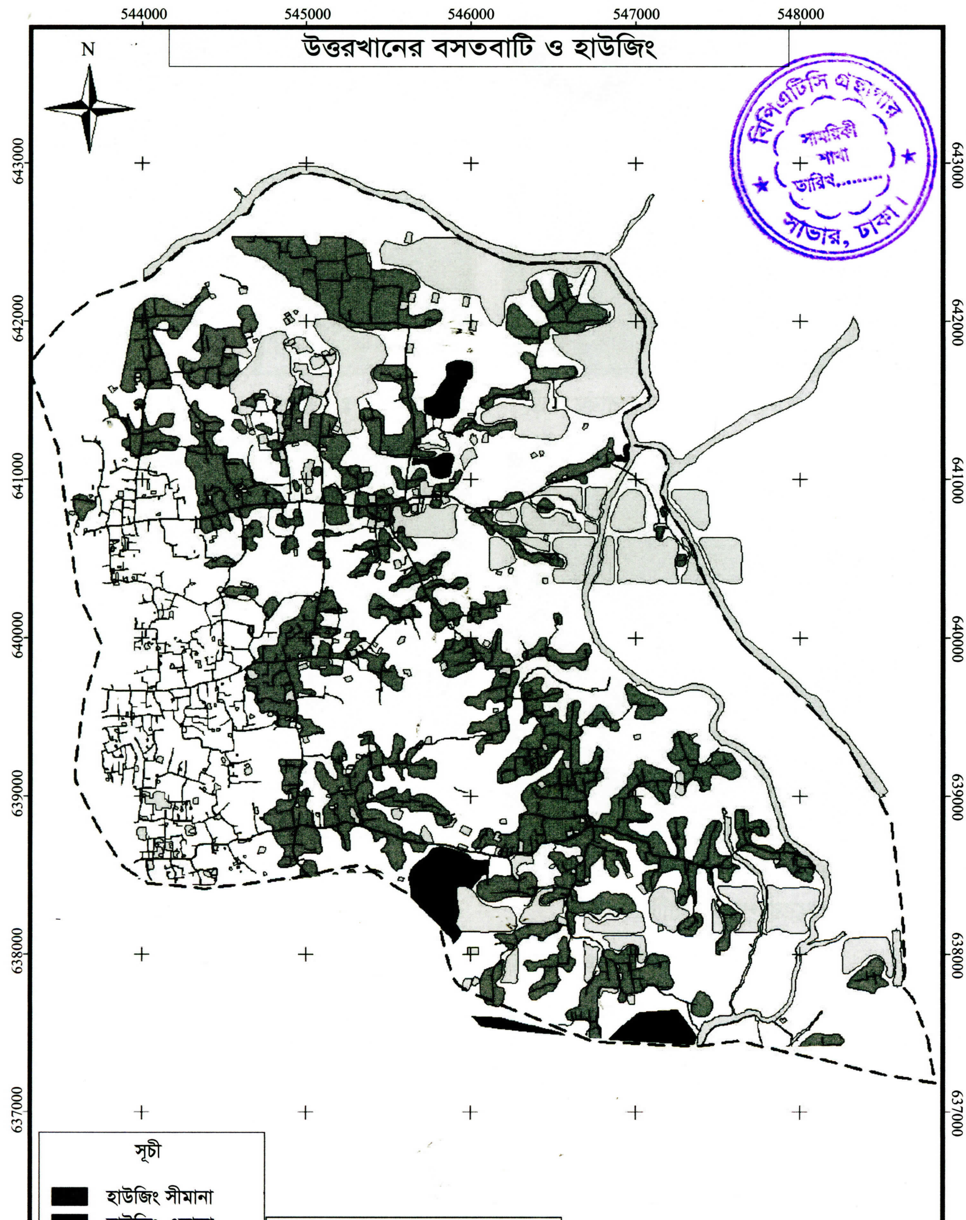

বিপিএটিসি গ্রন্থাগার
সাময়িকী শাখা
তারিখ........
সাভার, ঢাকা।

মানচিত্র-২ : উত্তরখানের বসতবাটি ও হাউজিং

উৎস: আর্ক বাংলাদেশ (বেইজ ম্যাপ: উত্তর খান ইউনিয়ন পরিষদ, তথ্য: মাঠ জরিপ-২০১০)

আলোকচিত্র ঃ উত্তরখান এলাকার পাকা বাড়ী

আলোকচিত্র ঃ উত্তরখান এলাকার সেমিপাকা বাড়ী

আলোকচিত্র ঃ উত্তরখানের কাঁচা বাড়ী
(১০০ বছরের পুরনো মাটির বাড়ী)

আলোকচিত্র ঃ উত্তরখানের কাঁচা বাড়ী

আলোকচিত্র ঃ উত্তরখানের বিভিন্ন ধরনের বাড়ী।

১.২ যোগাযোগ নেটওয়ার্কঃ উত্তরখানে মোট ১২০ কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে। যার মধ্যে কাঁচা (৬৫ কিলোমিটার), পাকা (৩০ কিলোমিটার) ও সেমি পাকা (২৫ কিলোমিটার)-এই তিন প্রকারের রাস্তা বিদ্যমান। প্রধান রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ১৩.২ কিলোমিটার (তেরোমুখ থেকে আজমপুর পর্যন্ত)- প্রধান রাস্তা গুলোকে মোট চারটি ভাগে ভাগ করা যায়;
যথা-

কাঁচকুড়া থেকে খিলক্ষেত	-	৪.৫ কিলোমিটার।
কাশিবাড়ি থেকে কাঁচকুড়া	-	৭ কিলোমিটার।
দক্ষিণখান থেকে আটিপাড়া	-	৩.৫ কিলোমিটার।
কাঁচকুড়া থেকে মাউছাইদ	-	৫.৫ কিলোমিটার।

(**উৎস ঃ** উত্তরখান ইউনিয়ন পরিষদ)

সর্বোপরি উত্তরখানের পরিবহন বিন্যাস জালি আকৃতির (মানচিত্র ঃ ৩ উত্তরখানের রোড নেটওয়ার্ক)। এছাড়াও, মোট নদীপথ রয়েছে ৫টি। যথা বালু নদী, তুরাগ নদী, নলী নদী, সিনডি খাল ও রং বাইগারল। খেয়াঘাট রয়েছে তিনটি; যথা-কুমুদখোলা, মুন্ডা, এবং মাউছাইদ। খেয়াঘাটের মাধ্যমে সহজেই আব্দুলাপুর, উত্তরার সাথে যোগাযোগ করা যায়। কিন্তু পানির তীব্র দুর্গন্ধে খেয়ার মাধ্যমে পারাপার দুর্বিষহ।

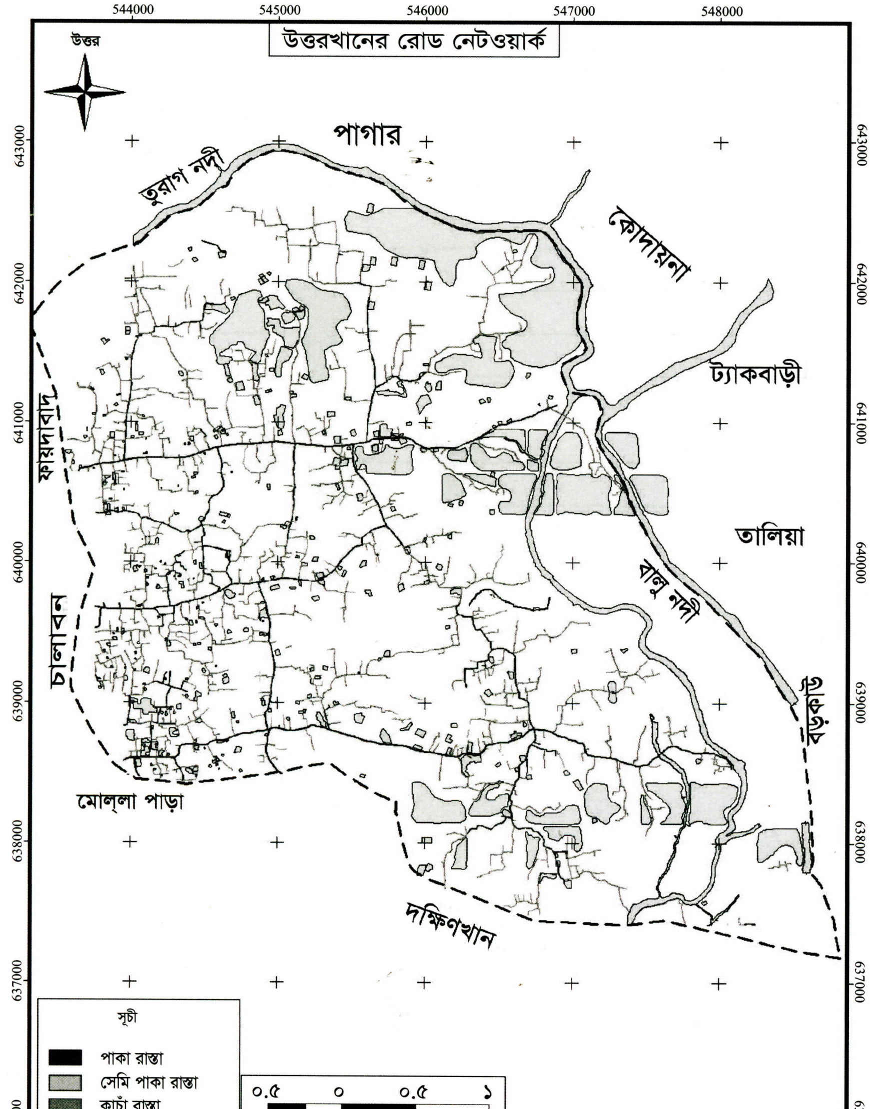

মানচিত্র-৩ : উত্তরখানের রোড নেটওয়ার্ক

উৎস : আর্ক বাংলাদেশ (বেইজ ম্যাপ: উত্তর খান ইউনিয়ন পরিষদ, তথ্য: মাঠ জরিপ-২০১০)

১.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ উত্তরখানে কোন সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় নেই, তবে সরকারি ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়াও, বেসরকারি ৩৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৯টি উচ্চবিদ্যালয় ও ২টি মহাবিদ্যালয় এবং ৫টি এনজিও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। (**উৎসঃ** উত্তরখান ইউনিয়ন পরিষদ)। প্রাথমিক পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্ত থেকে উত্তরখানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ মানচিত্রে দেখানো হয়েছে (মানচিত্র-৪)। উত্তরখানের শিক্ষার হার ৬৮.২ শতাংশ (বিবিএস কমিউনিটি রিপোর্ট ২০১৩)। সংলগ্ন শহর এবং শহরতলীর শিক্ষার হারের পার্থক্য মাত্র ১২%, কারণ শহরতলীর শিক্ষার্থীরা শিক্ষার জন্য সংলগ্ন শহর থেকে প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করছে। এছাড়াও, প্রাথমিক পর্যায়ের সংগৃহীত উপাত্ত থেকে অশিক্ষিত, স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং গ্রাজুয়েট শিক্ষার হার গ্রাফে দেখানো হলো। (গ্রাফ-২)

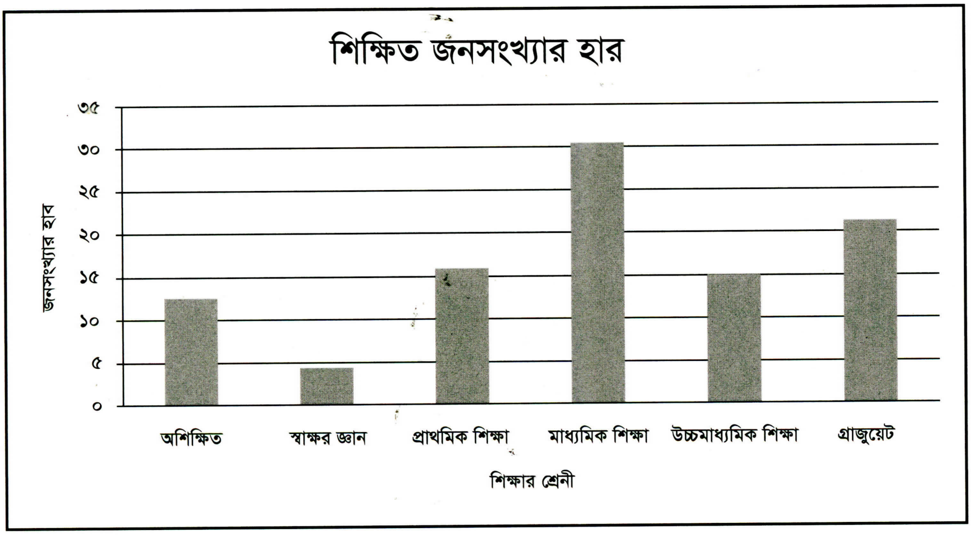

গ্রাফ-২ ঃ উত্তরখানের শিক্ষিত জনসংখ্যার হার

উৎস ঃ মাঠ জরিপ-২০

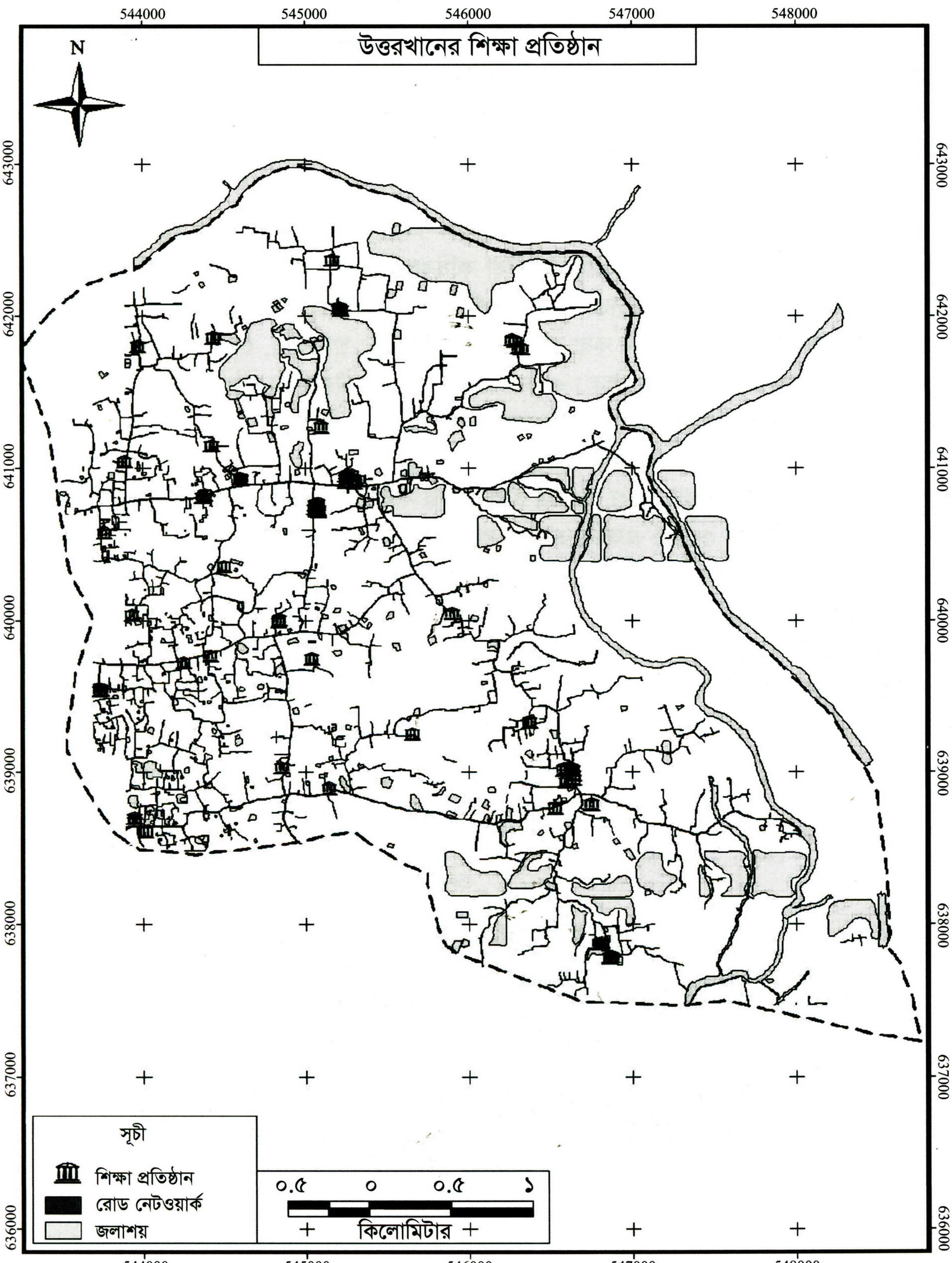

মানচিত্র-৪ : উত্তরখানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

উৎস : আর্ক বাংলাদেশ (বেইজ ম্যাপ: উত্তর খান ইউনিয়ন পরিষদ, তথ্য: মাঠ জরিপ-২০১০)

২. অর্থনৈতিক ধরন ঃ (Economic Pattern)

উত্তরখানের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজের সাথে জড়িত এবং কর্মজীবিদের মধ্যে অধিকাংশই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। অর্থনৈতিকভাবে শহরতলী বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য উত্তরার উপর নির্ভরশীল। উত্তরা, উচ্চবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্তের আবাসিক এলাকা হলেও শহরতলী মূলতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবাসিক এলাকা। অর্থনৈতিক ধরন বিশ্লেষণে নিম্নে পেশা, মাসিক গড় আয় এবং মাসিক গড় খরচ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.১ পেশা ঃ উত্তরখানের অধিকাংশ লোক প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নিজেদের জমিতে তারা কৃষিকাজ করে। বাড়ীর মহিলা সদস্যরাও বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি বাগান করে। এছাড়াও, শীতকালীন সবজিগুলো (ফুলকপি, বাধাকপি, লাউ, সীম, কুমড়া) জমিতে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়। মুন্ডা, মাউছাইদ, স্নানঘাটা, বেতুলী, চামুরখান, বাউথার এলাকার জনগণ মৎস পেশায় নিয়োজিত। এদের মধ্যে ভ্রাম্যমান নৌকায় বাস করে কোন কোন পরিবার । বর্ষা মৌসুমে মাছ ধরতে আসে আবার শীতকালে চলে যায়। কিছু অংশ স্থায়ীভাবে জেলে পাড়ায়ও বাস করে। জেলে সম্প্রদায় ছাড়াও এখানে রয়েছে সুইপার বা মেথর শ্রেণী - এরাও সাধারণত নদীর পাশেই বাস করে। বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মধ্যে শুধুমাত্র কৃষিকাজের সাথে জড়িত রয়েছে ১৭ শতাংশ লোক। মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৫০২৩ একর। তন্মধ্যে আবাদী জমি ৩২৬৪ একর এর মধ্যে এক ফসলী জমি ২৪৭৬ একর, দুই ফসলী জমি ৭৮৮ একর। উল্লেখ্য, উত্তরখান এলাকায় তিন ফসলী চাষযোগ্য কোন জমি নেই। উত্তরখানে মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭৬টি; তন্মধ্যে বৃহৎ শিল্প ২৫টি, মাঝারী শিল্প ২৩টি, ক্ষুদ্র শিল্প ১০টি, কুটির শিল্প ১৮টি। এ সকল শিল্পে স্থানীয় জনসাধারণ কাজ করে। প্রাথমিক পর্যায়ের সংগৃহীত উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে এখানে সরকারি চাকুরী জীবির সংখ্যা ১১ শতাংশ। সর্বাধিক পেশাজীবির মধ্যে গার্মেন্টস কর্মীর সংখ্যা লক্ষ্যণীয় (২১ শতাংশ)।

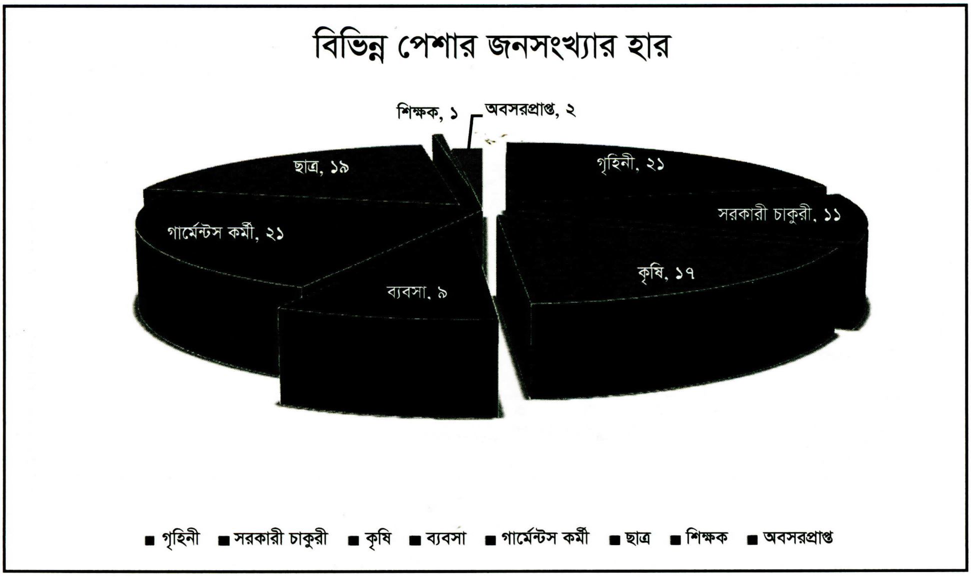

পাইচিত্র-১ ঃ উত্তরখানের বিভিন্ন পেশাজীবির হার
উৎস ঃ মাঠ জরিপ-২০১০।

২.২ মাসিক গড় আয় ঃ পেশা ও সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে এখানে বিভিন্ন ধরনের লোক বাস করে। তাই এখানে গড় মাসিক আয়েরও ভিন্নতা রয়েছে। তবে নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের সংখ্যাই অধিক। উচ্চ বিত্তের সংখ্যা নেই বললেই চলে। নগদ অর্থ বা মাসিক গড় আয় বিবেচনা করলে দেখা যায় নিম্নবিত্তের সংখ্যা সর্বাধিক (প্রায় ৫০ শতাংশ) এবং নিম্নমধ্যবিত্তের সংখ্যাও কম নয় (প্রায় ১৫ শতাংশ) (গ্রাফ-৩)। মাসিক আয়ের উপর ভিত্তি করে নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও যদি ভূমির মালিকানা বা জমির মূল্যমান বিচার করা হয় তাহলে এরা উচ্চবিত্তদের অন্তর্ভূক্ত। এর কারণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নিজেদের জমিতে এরা নিজেরাই কৃষিকাজ করে-যারফলে সারা বছরের চালের যোগান হয় কিন্তু নগদ অর্থ উপার্জন কম থাকে।

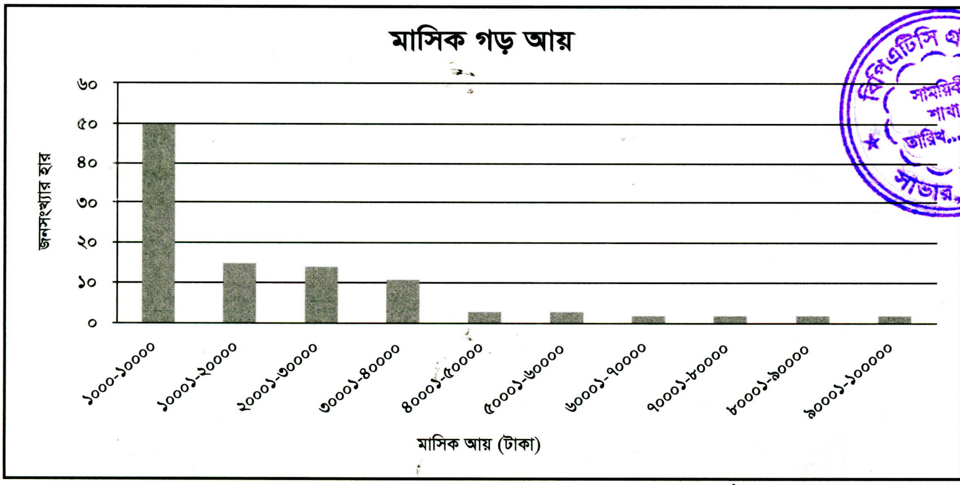

বিপিএটিসি গ্রন্থাগার সাময়িকী শাখা তারিখ........ সাভার, ঢাকা।

গ্রাফ-৩ ঃ উত্তরখানের জনগনের মাসিক গড় আয়, **উৎস ঃ** মাঠ জরিপ-২০১০।

২.৩ মাসিক গড় খরচ ঃ মাসিক গড় খরচ বিবেচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে, মৌলিক চাহিদা পূরণে সর্বাধিক খরচ হচ্ছে। সবচেয়ে বেশী খরচ হচ্ছে খাদ্যে তারপরে যোগাযোগ, শিক্ষা এবং চিকিৎসায়। বিনোদন এবং সামাজিক দায়িত্বে খুবই কম খরচ (গ্রাফ-৪)।

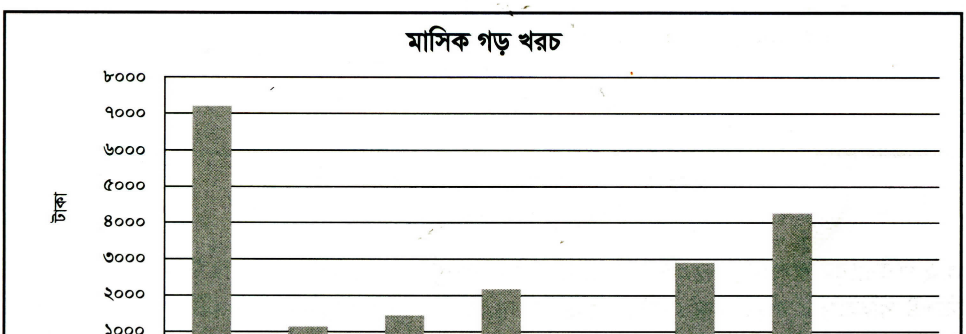

	খাদ্য	বস্ত্র	বাসস্থান	চিকিৎসা	বিনোদন	শিক্ষা	যোগাযোগ	সামাজিক দায়িত্ব
■ মাসিক গড় খরচ	৭১৮৮	১১৩৩	১৪৩৫	২১৫৪	২৯৩	২৮৯৪	৪২৫৫	৪৮৭

গ্রাফ ৪ ঃ উত্তরখানের জনসাধারনের মাসিক গড় খরচ

উৎস ঃ মাঠ জরিপ-২০১০।

৩. জনমিতিক ধরন ঃ

উত্তরখানে মোট জনসংখ্যা ১,৪০,০০০ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ৭৭,২০০ জন এবং মহিলা ৬২,৮০০ জন। এখানকার স্থানীয় জনগণ বিভিন্ন ধরনের ভাতা সুবিধা ভোগ করে। যেমন-

ভিজিডি ভাতা ভোগীদের সংখ্যা	ঃ	৩৫ জন।
ভিজিএফ ভাতা ভোগীদের সংখ্যা	ঃ	১৫০০ জন।
বিধবা / স্বামী পরিত্যক্ত ভাতা ভোগীদের সংখ্যা	ঃ	১২৬ জন।
বয়স্ক ভাতা ভোগীদের সংখ্যা	ঃ	৫৬২ জন।
প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীদের সংখ্যা	ঃ	৬৬ জন।

(সূত্র ঃ ইউনিয়ন পরিষদ)

জনমিতিক ধরন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মূলত বয়স কাঠামো এবং পরিবারের আকার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩.১ বয়স কাঠামো ঃ বয়স কাঠামো বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরখানে সক্রিয় জনসংখ্যা অধিক। যেমন ১৬-৪০ বছর বয়সী জনসংখ্যা ৫১%, তন্মধ্যে ২৬-৩০ এবং ৩৬-৪০ বয়সী জনসংখ্যা সর্বাধিক। অপরদিকে ৫১-৫৫ এবং ৬১-৬৫ বছর বয়সী জনসংখ্যা মাত্র ১০%। (গ্রাফ-৫)।

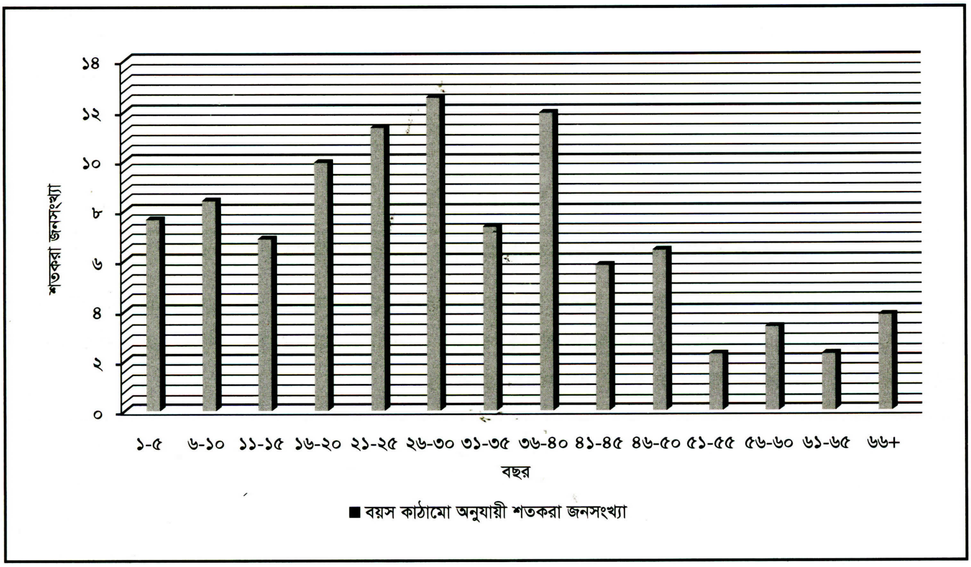

গ্রাফ-৫ ঃ উত্তরখানের জনসংখ্যার বয়স কাঠামো

উৎস ঃ মাঠ জরিপ-২০১০।

৩.২ পরিবারের আকারঃ ১৫০টি পরিবারের উপর করা জরিপ অনুযায়ী দেখা যায় উত্তরখানে ১-২ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা কম (৮টি)। ৩-৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিবার সর্বাধিক (৭০টি)। এবং ৫-৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা দ্বিতীয় সর্বাধিক (৪৪টি)। অর্থাৎ উত্তরখানের ৭৬ শতাংশ পরিবার ৩-৬ সদস্য বিশিষ্ট। অন্যদিকে প্রায় ৪৭ শতাংশ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩-৪ জন (গ্রাফ-৬)। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সক্ষমতার দিক বিবেচনা করলে উত্তরখানের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩-৪ সদস্য এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ, অন্যদিকে ৫-৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা ২৩.৪৭ শতাংশ; এর কারণ হিসাবে উত্তরখান এলাকার জনগণের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সচেতনতার অভাব, বিনোদনের অভাব এবং যৌথ

পরিবারে বসবাসের প্রবণতা ইত্যাদি বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।

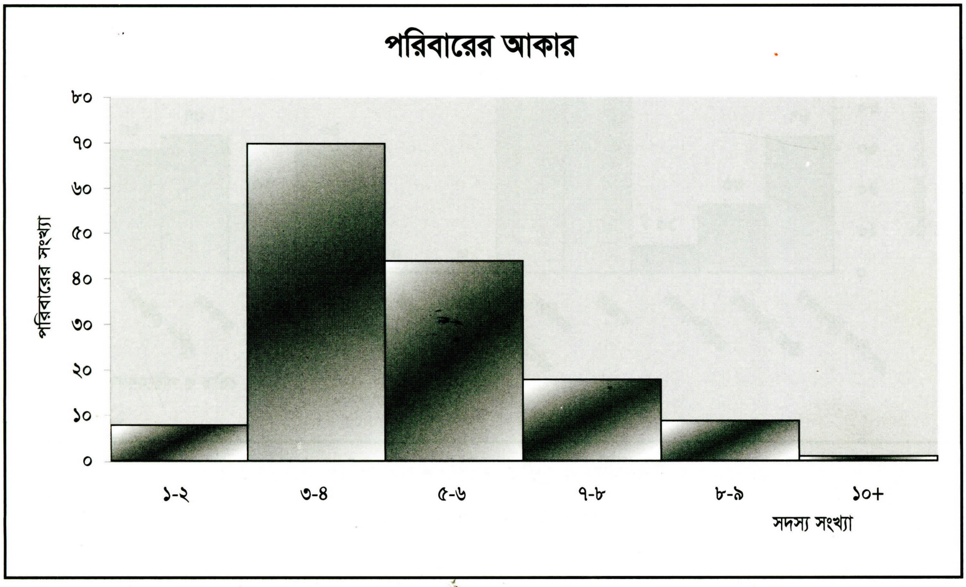

গ্রাফ-৬ ঃ উত্তরখানের পরিবারের আকার।

উৎস ঃ মাঠ জরিপ-২০১০।

৪. পরিবেশগত সুযোগ-সুবিধা ঃ

নগর পরিবেশ, নগরের স্থানিক, ভৌত, জৈবিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অর্থাৎ শহর বা নগরের সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে পরিবেশকে মূলতঃ প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. ভৌত পরিবেশ (Physical Environment) ঃ ভৌত পরিবেশ বলতে শহর বা নগরের বন্যা পরিস্থিতি, জলাবদ্ধতা, বায়ু প্রবাহ, বায়ুর গুণগত মান (দুর্গন্ধ, ধুলাবালির পরিমাণ, ধোঁয়া), গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন তাপমাত্রা, গাছ গাছালির পরিমাণ, বাগান, উম্মুক্ত স্থান, জলাশয় (নদী, খাল, ব্যবহারযোগ্য পুকুর), শব্দ দূষণ, পানির গুণগত মান, ট্র্যাফিক জ্যাম, যোগাযোগ, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি। উত্তরখানে জলাবদ্ধতা রয়েছে, বর্ষাকালে বন্যা হয়, কলকারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবের কারণে পানিতে দুর্গন্ধ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করে। প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর হলেও উম্মুক্ত স্থানের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাব রয়েছে। কোন পার্ক না থাকলেও স্থানীয় উদ্যোগে ৬টি খেলার মাঠ রয়েছে। উত্তরখানে অভ্যন্তরীণ ট্র্যাফিক জ্যামের কারণ না থাকলেও ট্র্যাফিক পুলিশ এবং পর্যাপ্ত রাস্তার অভাবে প্রায় সময়ই যানবাহনের জটলা পরিলক্ষিত হয়। উত্তরখানের একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এখানে কেন্দ্রীয়ভাবে কোন কবরস্থান নাই। কবরের জন্য এই এলাকার লোকজন দক্ষিণখান এলাকার কবরস্থান ব্যবহার করে যা আয়তনের দিক থেকে অনেক বড়। অন্যদিকে এখানে স্থানীয় লোকজনের আধিক্য থাকায় এখানকার লোকজন অধিকাংশই নিজ বাড়ী বা নিজ জায়গায় তাদের আত্মীয়-স্বজনকে সমাহিত করে থাকে। নগরের ভৌত পরিবেশগত সুবিধা প্রাপ্তির হার নিম্নে গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হলো (গ্রাফ-৭)।

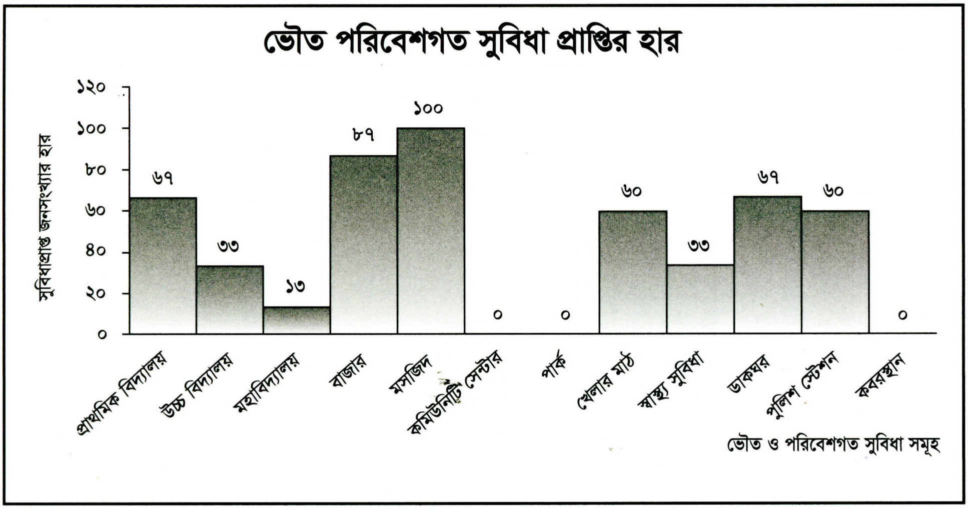

গ্রাফ-৭ ঃ উত্তরখানের ভৌত পরিবেশগত সুবিধাপ্রাপ্তির হার।

উৎস ঃ মাঠজরিপ-২০১০।

খ. পারিপার্শ্বিক পরিবেশ (Neighborhood Environment) ঃ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বলতে শহরের পানি সরবরাহ, গ্যাস, বিদ্যুৎ, নিরাপত্তা, পয়ঃনিষ্কাশন, ময়লা ব্যবস্থাপনা, টেলিফোন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, রাস্তার সড়ক বাতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাজার, কমিউনিটি সেন্টার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ডাকঘর, পুলিশ স্টেশন, কবরস্থান, ঈদগাহ প্রভৃতি বুঝানো হয়েছে। উত্তরখান এলাকার ১ ও ২ নং ওয়ার্ডে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ থাকলেও অন্যান্য ওয়ার্ডে শুধুমাত্র বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিলক্ষিত হয়। রাস্তার সড়ক বাতির সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য (১২%) (গ্রাফ-৮)। নাগরিক সুবিধাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, পুলিশ স্টেশন, ডাকঘর, স্বাস্থ্য সুবিধা এবং খেলার মাঠের সুবিধা পাচ্ছে যথাক্রমে ৬০%, ৬৭%, ৩৩% এবং ৬০% জনগণ। কিন্তু এরা কোন পার্ক বা কমিউনিটি সেন্টারের সুবিধা পাচ্ছেনা সর্বাধিক সুবিধা ভোগ করছে স্থানীয়ভাবে তৈরী মসজিদ এবং বাজারসমূহ।

গ. সামাজিক পরিবেশ (Social Environment) ঃ সামাজিক পরিবেশ বলতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাস-কারী জনগণের ধরন (Type of People) বুঝায়। কারণ জনগণের উপর নির্ভর করে ঐ এলাকার সামাজিক নিরাপত্তা, যৌথ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, অনৈতিক কার্যক্রম (সন্ত্রাস পরিস্তিতি) ইত্যাদি। মূলতঃ উত্তরখানে প্রাতিষ্ঠানিক কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকলেও এলাকার মানুষের মধ্যে সামাজিক বন্ধন, স্থানীয়ভাবে জনগণ পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ, স্থায়ী বসবাসকারীর আধিক্য ইত্যাদি কারণে এখানে সামাজিক নিরাপত্তা অধিক।

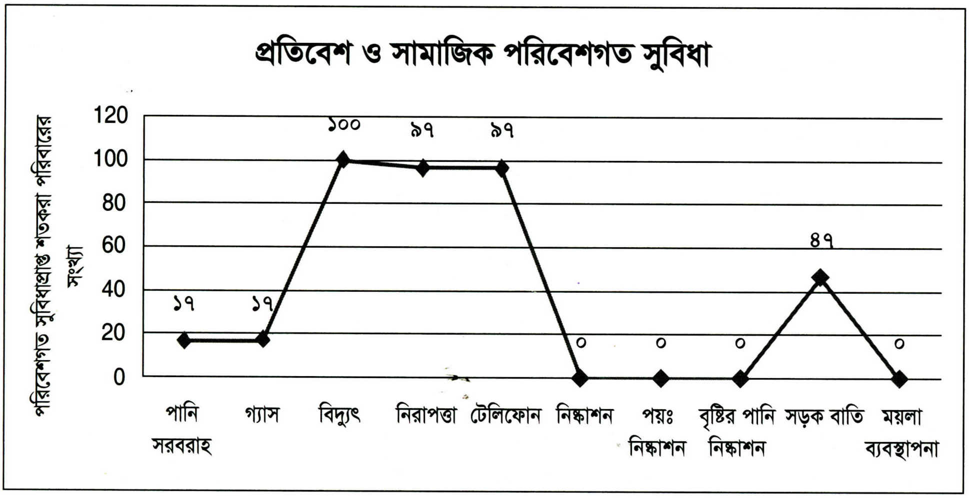

গ্রাফ-৮ ঃ উত্তরখানের প্রতিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশগত সুবিধা প্রাপ্তির হার।
উৎস ঃ মাঠজরিপ-২০১০।

সুপারিশমালা ঃ

শহরতলীর ধরন নিরূপণের পাশাপাশি এখানে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা নিম্নে প্রদান করা হলো:

আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঃ ভূমির মান, ধরন এবং এর ব্যবহারের উপর নির্ভর করে আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হলে শহরের আবাসন সেক্টরে ব্যাপক হারে চাপ কমবে এবং শহরের জনগণ স্বল্প খরচে শহরতলীতে তাদের আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের সহায়তায় হাউজিং সোসাইটি গড়ে উঠতে পারে। তবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে কোন ভাবেই যাতে স্থানীয় জনগন হাউজিং সোসাইটির আড়ালে ভূমি দস্যুদের কবলে না পড়ে। এ বিষয়ে সচেতনা গড়ে তোলার জন্য সরকারি/বেসরকারি পর্যায় থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঃ উত্তরখানের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে উত্তরখানের ১৩.২ কিলোমিটার রাস্তাটি (তেরোমুখ থেকে আজমপুর পর্যন্ত) মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কারণ এটি উত্তরখানের প্রধান রাস্তা যার মাধ্যমে উত্তরখানবাসী উত্তরা এবং কেন্দ্রীয় নগরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে। এছাড়া, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রধান প্রধান সড়কগুলো প্রশস্ত করা বাঞ্ছনীয়। উত্তরখানে মোট ৬৫ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এই কাঁচা রাস্তাগুলো পাকা করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে এখানে টমটম (টেম্পু), রিক্সা প্রচলিত। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বাস সার্ভিস চালু করা যেতে পারে। সড়ক পথের উন্নয়নের পাশাপাশি উত্তরখানের ৫টি নৌপথের (তুরাগ নদী, নলী নদী, সিনডি নদী, রংবাইগার খাল ও বালু নদী) উন্নয়ন সাধন করা হলে যাতায়াত এবং মালামাল পরিবহনকে আরও সহজ ও সাশ্রয়ী করবে।
এলক্ষ্যে নদী খননের পাশাপাশি নদীর পানি দূষণ রোধ করতে হবে। নদী পার্শ্ববর্তী শিল্পকারখানার বর্জ ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে হবে। এ সংক্রান্ত আইন প্রয়োগে সরকারকে আরও কঠোর হতে হবে।

প্রধান তিনটি খেয়াঘাট (কুমুদখোলা, মুন্ডা, মাউছাইদ) এর সংস্কার করতে হবে এবং নদীকে দখলমুক্ত করে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঃ উত্তরখানে ১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও কোন সরকারি উচ্চ ও মহাবিদ্যালয় নাই। ফলে এই এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারি উদ্যোগে উচ্চবিদ্যালয় তৈরী করা প্রয়োজন অন্যথায় কাঁচকুড়া, উত্তরখান ইউনিয়ন, মৈনারটেক, বেলায়েত হোসেন, কলেজিয়েট নামক বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়সমূহকে সরকারিকরণ করা যেতে পারে। বয়স্ক এবং মহিলাদের শিক্ষিত করার লক্ষ্যে এনজিও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়াও, মসজিদ ভিত্তিক গণশিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ উত্তরখানের শতকরা ৭৫ ভাগ লোক কৃষিকাজের সাথে জড়িত। তবে লক্ষ্যনীয় যে এখানে মোট আবাদী জমির ৭৬ শতাংশ জমিই এক ফসলী। বাকী ২৪ শতাংশ দুই ফসলী জমি। আবার এই এক ফসলী জমিগুলোতে মূলত ধান চাষ করা হয়। অথচ শহর সংলগ্ন হওয়ায় এখানে ধান চাষের পাশাপাশি সবজি ও অন্যান্য ফলজ চাষ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তাতে স্বল্প খরচে উত্তরখান এলাকার জন-মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং শহর সংলগ্ন হওয়ায় স্বল্প পরিবহন খরচে এই এলাকার উৎপাদিত কৃষিজ পণ্যের বাজার তৈরী হবে। এছাড়া, জেলে সম্প্রদায়ের জন্য মাছ সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এর পাশাপাশি মাছ চাষে উৎসাহিত করার জন্য সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

জনমিতিক উন্নয়ন ঃ উত্তরখান এলাকায় সক্রিয় বা কর্মঠ জনসংখ্যার আধিক্য (৫১%) থাকায় এই জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করার জন্য শিল্প কারখানা তৈরীর ক্ষেত্রে সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। তাতে শহরতলীর কর্মঠ জনগোষ্ঠীর শহরের দিকে ঝোঁক কমবে। এছাড়া, জনমিতির উন্নয়নের জন্য উত্তরখান এলাকায় পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্বের উপর জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এই এলাকায় মাত্র ৫২ শতাংশ পরিবার ১-৪ সদস্য বিশিষ্ট। বাকী ৪৮ শতাংশ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ বা ৫ এর অধিক। এর কারণ হিসাবে শিক্ষার অভাব, অসচেতনতা, বিনোদনের অভাব কে দায়ী করা যেতে পারে। সে লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ নেয়া হলে জনমিতিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

পরিবেশগত সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন ঃ নাগরিক সেবাসমূহ যেমন পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, নিরাপত্তা, নিষ্কাশন, পয়ঃনিষ্কাশন, সড়কবাতি, ময়লা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করতে হবে। যেমন ১, ২ এবং ৩ নং ওয়ার্ডে গ্যাস সরবরাহ থাকলেও অন্যান্য ওয়ার্ড গুলোতে নেই। তবে সবগুলো ওয়ার্ডেই বিদ্যুৎ সুবিধা রয়েছে। সবধরনের নাগরিক সুবিধা থাকলে উত্তরখানও উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্তদের আবাসিক এলাকা হতে পারে। এতে উত্তরা তথা মূল শহরের উপর জনসংখ্যার চাপ কমবে এবং পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা হিসাবে অধিক গতিশীল হবে। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় জলাবদ্ধতা এখানকার নিত্য সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। বর্ষা মৌসুমে এই জলাবদ্ধতা আরও অধিক হয়। তাই নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন করতে হবে। পরিবেশগত ভৌত সুবিধা যেমন প্রাইমারী স্কুল, হাই স্কুল, কলেজ, বাজার, মসজিদ, কমিউনিটি সেন্টার, পার্ক, খেলারমাঠ, স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থানীয়ভাবে এই সকল

সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। এতে করে উত্তরখান পৃথক ভৌগলিক সীমারেখা সম্পন্ন সফল শহরতলী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

উপসংহার ঃ

Suburb বা Fringe Area বা শহরতলী এলাকা নগর বা শহরের সন্নিকটে অবস্থান করে ঐ নগর বা শহরের প্রভাব বলয় হিসাবে কাজ করে। অপরদিকে শহরতলীর নিজস্ব ধরন বা Pattern রয়েছে। আর এই ধরন বা Pattern এর উপরই নির্ভর করে শহরতলী তার সন্নিকটস্থ নগর বা শহরকে কি ধরনের সেবা প্রদান করবে বা সে নিজে কি ধরনের বা কি পরিমাণ সেবা গ্রহণ করবে। অর্থাৎ শহরতলী এবং তার সংলগ্ন পরিকল্পিত শহর একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। সে মোতাবেক শহরতলীর উন্নয়ন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সংলগ্ন নগরীরই উন্নয়ন। এ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরখানের আবাসন, যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত ও জনমিতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত উপরোলিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে একদিকে যেমন নগরের উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ কমবে তেমনি শহর এবং শহরতলীর জনসাধারণের জীবন যাত্রার মানের উনয়নের পাশাপাশি জনগণ পরিকল্পিত নগরায়নের সুফল ভোগ করতে পারবে। অর্থাৎ শহর এবং শহরতলীর মধ্যে স্থানিক অসাম্যতা (Spatial Inequality) হ্রাস পাবে।

References

Adam Tickell, " Geography of servies: Progress in Geography of services iii: Time to move on" *"Progress in Human Geography-Parallel with Progress in physical Geography"* INDIA: Regional science Association. Volume xxvi, Number 6, 2002. ISSN 0309-1325 Page-79.

Ahsan, R.M (1986): Neighbourhood change in Human Habitat: A case study of Dhaka city, *Journal of local Government, Vol. 15 No. 1 Jan-June.*

A. Kohli, H. Jain "Inter-regional Disparities in the level of Socio- Economic Development in Tribal Subplan (TSP) Area of Rajasthan" *Indian Journal of Regional Science.* India: Regional Science Association. Volume xxxi 1999 No-2.

Anderson, T.R. and Egeland, J.A. (1961): Spatial Aspects of Social area analysis, *American Sociological Review* Vol. 36, pp 392-399.

"Application of Index of Dissimilarity to measure the Degree of Ehenic Residential segregation and Delimination of Ecological Districts: A case study of Dallas city." *Oriental Geographer* Vol. 42, No.1 January 1998. Page 41-58.

BCAS. 2005. Dhaka City State of Environment Report, 2003 (Draft). Dhaka: Bangladesh Centre for Advanced Studies.

Berry, B.J.L (1971): Introduction: The Logic and Limitations of Comparative Factorial Ecology" *Economic Geography,* Vol. 47(2) pp 209-219.

Bhattacha, Rakhee, Chowdhury, H. And Sharma, A. "Inequality in Meghalaya: An Empirical Investigation" *"Indian Journal of Regional Science.* India: Regional Science Association. Volume xxx 1998 No 1 Page 40.

Bhuiyan, R.H (1998): "Factorial Ecology of urban Dynamic in Bangladesh: 1961-1991, *Oriental Geographer,* Vol 42 pp 1-20.

Carter, H (1975): the study of urban Geography, Arnold, London.

CDC. 2005 "Seminar on City Government" *CUS Bulletin on Urbanization and Development,* Number 48, July 2005.

Chapman, keith. (1979) People, Pattern and Process. An Introduction to Human Geography, New York: John Wiley & sons.

Chaubey, P.K Chaubey, Geeta "Rural Urban Disparity in Literacy: Inter-State Variation in India. *"Indian Journal of Regional Science."* INDIA: Regional Science Association. Volume xxx 1998 No 1 Page 22.

CUS Bulletin on Urbanization and Development, Number 48, January-June, 2005.

CUS. 2005. Survey of slums in Dhaka. Dhaka: Centre for Urban Studies.

CUS Bulletin on Urbanization and Development, Number 46, January-June, 2004.

Datta, S.K. Mukhopadhyay, F. " Industrial Disparity in India: A Test of coverage." Indian *Journal of Regional Science* INDIA: Regional Science Association Volume xxxi 1999 No-1 Page 19.

Huda, K.M.S (1996) July "Using GIS to identify less privileged areas in Dhaka District, Bangladesh" ed. Atkins, P.J. and Alam, M.S. *Information Technology, Environment and Development in Bangladesh,* United Kingdom: University of Durham.

Iqbal, Mohammad, (1998) "Impact of Polluting Industries on the Residential Environment of Dhaka city." Ed. Islam, N. *Recent Urban studies Bangladesh, A collection of USP Research Paper.* Dhaka: CUS, No. 8, ISBN: 984-510-013-9.

Islam, N. 1985-86. "Poor's Access to Residential Space in an Unfairly Structured City, Dhaka." Oriental Geographer. Vols. 29 and 30, Nos.1 and 2, pp. 37-46.

Islam, N. and A.U. Khan, 1988. "Increasing the Absorptive Capacity of Metropolitan Economies of Asia: A case study of Dhaka," *Regional Development Dialogue.* Vol. 9, No. 4. Pp 107-133.

Islam, N. 1996. *Dhaka from City to Megacity.* Dhaka: Urban Studies Programme, Department of Geography, University of Dhaka.

Islam, N. 2000. "Urban Governance in the Developing World and Bangladesh," in Hasnat Abdul Hye (ed.), Governance: *South Asian Perspectives* Dhaka: University Press Ltd.

Islam, N. and Z. Mahjabeen 2003, " The Role of Civil Society Organizations in Urban Development in Dhaka City." *Oriental Geographer.* Vol. 47, No.2 pp. 29-46.

Islam, N (1998): Human Settlements and Urban Development in Bangladesh, Department in Bangladesh, Department of Geography and Environment, University of Dhaka.

Joshi, Samir. "Regional Disparities in Industrial Development in India" *"Indian Journal of Regional Science"* INDIA: Regional Science Association. Volume xxix 1997 No1.

Karim, A. 2003. "Dhaka," in Banglapedia, edited by Sirajul Islam. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, Vol. 3. Pp 296-299.

Khan, F.K. and N. Islam. 1964. "High Class Residential Areas in Dhaka City." *Oriental Geographer.* Vol viii. No. 1 pp 1-40.

M. Mallikarjum, "Intra Regional Disparities in Economic Development: A study of Andhra Pradesh," *"Indian journal of Regional science"* INDIA: Regional science Association volume xxxiv Nuber 1. 2002, ISSN 0046-9017 Page 1.

Murtaza, Ghulam. Md. (2000) urban poverty and its spatial consequences: A case study of khulna city. Ph. D. thesis, Institute of Bangladesh studies. University of Rajshahi, Bangladesh.

Murugulah, V. "Economic Disparities in Karnataka – A Micro Level Study." *"Indian Journal of Regional Science"* INDIA: Regional Science Association. Volume xxix 1997 No1 Page 45.

Muhammad, A. 2000. "Dhaka Mohanagarir Pesha: Goti O Boiparitto." *Nribagyan Parjalochona,* Number 3. pp 1-17.

Nazem Islam Nurul, (1994) "Functional Dynamics of Rural Towns in Bangladesh," *Bangladesh Urban Studies,* Dhaka Volume 3, Number 1.

Nilufar, F. 2000. "Study of Responsive Public Open Spaces for Supporting Urban life in Dhaka City." Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

Pasha, GNQ (1991): "Spatial Distribution of Socio Economic Facilities in Dhaka City", AIT-BUET.

Seraj, T.M. and S. Afrin, 2003, "Solving Housing Problem through Private Sector Real Estate Development in Dhaka," in N. Islam (ed): *Water and sanitation for cities, world Habitat Day 2003 Souvenir.* Dhaka: Centre for Urban Studies & Bangladesh Institute of Planners, pp. 101-104.

Shaban, S.K. Bhole, L.M. " Inequalities in the Quality of life in India" Indian Journal of Regional Science Volume xxxi 1999 No. 2 Page 1.

Shukla, N, Dhagat, S. "Disparities of Economic Development in India – A Factor Analysis Approach" Indian Journal of Regional Science. INDIA: Regional Science Association. Volume xxxi, 1999, No-1.

Siddharth, Shastri. " Regional Disparities in Economic Development of Rajasthan" Indian Journal of Regional Science. INDIA: Regional Science Association Volume xx, Number 1,1988.

"Spatial Distribution of community Facilities in Dhaka city." Bangladesh Urban Studies. Volume 3, Number 2, June 1995 Page 5-14.

World commission on Environment and Development, Our common Future, Oxford: Oxford University, 1987. Page 238.